দৈনিক ইনকিলাব

তারিখ 27 FEB 1989
পৃষ্ঠা 5 কলাম 3

ডকুমেন্টেশন কেন্দ্র

3

শিক্ষাঙ্গন

সাবসিডিয়ারী পরীক্ষা প্রসঙ্গে

অনার্স-এ একটি নির্দিষ্ট বিষয় নিয়ে পড়াশুনা করা হয়। এর সাথে আরো দুটো অতিরিক্ত বিষয় যুক্ত করে দেয়া হয়— যাদের সাবসিডিয়ারী বলা হয়। এই সাবসিডিয়ারী বিষয়গুলো ডিগ্রীর সাথে পরীক্ষা দিতে হয় এবং অনার্সের পূর্বে যথাসময়ে পাস করতে হয়। নির্দিষ্ট সময়ে পাস না করলে ইয়ার লস ধরা হয়। এই সাবসিডিয়ারী বিষয়ের সাথে অনার্সের কোন সম্পর্ক নেই। এমনকি সাবসিডিয়ারী বিষয়গুলোর মার্কেরও তেমন মূল্যায়ন করা হয় না। ফলে অনার্সের ছাত্র-ছাত্রীদের এই সাবসিডিয়ারী বিষয়ে বেশ অবহেলা করতে দেখা যায়। পূর্বে অনার্সের আগে যে কোন বছর সাবসিডিয়ারী পাস করলেই চলতো।

কিন্তু বর্তমানে ভার্সিটি কর্তৃপক্ষ ছাত্র-ছাত্রীদের অবহেলা দূর করার জন্য নির্দিষ্ট সময়ে পাস করার ব্যবস্থা করেন। একদিকে অনার্সের বিষয়ের চাপ, অন্যদিকে সাবসিডিয়ারী। এর ফলে ছাত্র-ছাত্রীদের বেশ দুর্ভোগ পোহাতে হয়।

এদিকে বর্তমানে অনার্স পাস করতে প্রায় পাঁচ বছর সময় লেগে যায়। এর ফলে ছাত্র-ছাত্রীদের আর চাকুরীর বয়স থাকে না। এমনকি তাদের পক্ষে বিসিএসও দেয়া সম্ভব হয় না।

কাজেই সাবসিডিয়ারী বিষয়ের ছাত্র-ছাত্রীদের আকর্ষণ বা হলে— সাবসিডিয়ারীর মূ করতে হবে। ডিগ্রীতে ছাত্র-ছাত্র তিনটি বিষয়ে পরীক্ষা দিতে অথচ সাবসিডিয়ারীতে দুটো বি পরীক্ষা দিতে হয়। তাই সাবসিডি পাস ছাত্র-ছাত্রীদেরকে বিসিএস সুযোগ দেয়া উচিত। তা সাবসিডিয়ারীর প্রতি ছাত্র-ছাত্র আকর্ষণ বাড়বে। —মোঃ ইদিরাছ